

# বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



ছাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৭



ফোন :

অফিস : ৯৫৫৫১৩৩

ফ্যাক্স : ০০৮৮-০২-৯৫৬৪ ৭৬৩

সচিবালয়

ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ

ঢাকা-১০০০।

Phone :

Office : 9555133

Fax : 0088-02-9564763

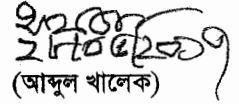
স্মারক নং ১০২-পাউবো(সচি)/বোর্ড-২ (ভু ও রা)

তারিখ : ২৮/০৫/২০১৭ খ্রিঃ।

### সাকুলার

“বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড স্বাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৭” পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৩৬.২২.০০৫.১৬-১৬৪ তারিখ : ১৭-০৫-২০১৭ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে।

উক্ত নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। নির্দেশিকাটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্ধারিত ওয়েবসাইট হতে সংগ্রহ করা যাবে।

  
(আব্দুল খালেক)

সচিব

বাপাউবো, ঢাকা।

পরিচিতি নং-৬৩০১২০০০১

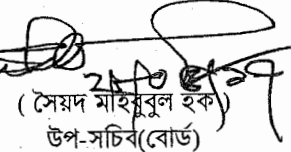
email-bwdbsecretary@gmail.com

স্মারক নং ১০২-পাউবো(সচি)/বোর্ড-২ (ভু ও রা)

তারিখ : ২৮/০৫/২০১৭ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী-..... বাপাউবো.....।
- ২। চীফ প্রানিং, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। চীফ মনিটরিং, বাপাউবো, ঢাকা (তাকে উপরোক্ত নির্দেশিকাটি বাপাউবো'র ওয়েব সাইটে প্রকাশকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। এতদসঙ্গে নির্দেশিকাটির কপি প্রেরণ করা হলো।
- ৪। পরিচালক, ..... বাপাউবো, .....
- ৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ....., বাপাউবো.....
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, ..... পওর/পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, .....
- ৭। উপ-পরিচালক / হিসাব রক্ষণ অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (রয়াক), বাপাউবো, .....
- ৮। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন/পশ্চিম রিজিয়ন/প্রশাসন/অর্থ), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৯। ব্যক্তিগত সহকারী, সচিব, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১০। অফিস কপি / মাষ্টার কপি।

  
(সৈয়দ মাইবুল হক)

উপ-সচিব(বোর্ড)

বাপাউবো, ঢাকা।

পরিচিতি নং ৬৭০৪০৩০০২

Email:bwdbmahbub@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
উন্নয়ন-৩ শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা  
[www.mowr.gov.bd](http://www.mowr.gov.bd)

নং-৪২.০০.০০০০.০৩৬.২২.০০৫.১৬-২৬৪

তারিখ: ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪  
১৭ মে ২০১৭

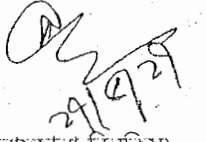
বিষয়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড “স্বাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৭” অনুমোদন।

সূত্র : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের বাপাউবো(রাজস্ব)/বি-২/শা-৩/এম-৬১/২০০৫(৩য় খন্ড)/৯৬ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড স্বাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৭” এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত নির্দেশিকার ০১(এক) কপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসজে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।



(আফছানা বিলকিস)  
সিনিয়র সহকারী সচিব  
পরিচিতি নং-১৫৮৯৪  
দুরালাপনী : ৯৫৭৬৫০৮  
ই-মেইল-dev3@mowr.gov.bd

✓ মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড  
মতিঝিল, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :

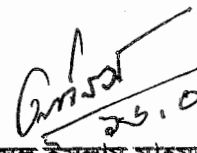
- ১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।



মন্ত্রী  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ সচিবালয়  
ঢাকা।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত “বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৭” প্রণয়ন এক যুগোপযোগী পদক্ষেপ। তদানীন্তন সেচ বিভাগ এবং পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এ প্রতিষ্ঠানটি ষাটের দশক হতে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের মাধ্যমে কৃষি সম্পদের উন্নয়ন তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ এবং পরবর্তীতে অধিগ্রহণকৃত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়মিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনশক্তিকে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য আয়ের উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার হওয়া আবশ্যিক। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগৃহীত জমিসহ স্থাবর সম্পত্তি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত না করেও বহুমুখী ও সর্বোত্তম ব্যবহার করা হলে দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধিসহ দারিদ্র্য বিমোচনে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূ-সম্পত্তির বহুমুখী ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে নির্দেশিকাটি প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এ নির্দেশিকাটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্পত্তি যথাযথ সংরক্ষণ, সঠিক ব্যবহার ও কার্যকর ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যারা এ নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করেছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

  
২৬.০৬.১৭  
(আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি)



প্রতিমন্ত্রী  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ সচিবালয়  
ঢাকা।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদের উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবনাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন জমি পুনরুদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সমগ্র দেশে জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত রেখে দায়িত্ব বিমোচনের লক্ষ্যে বোর্ডের মালিকানাভুক্ত বাঁধ, বরোপিট, খাল, জলাশয় এবং বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত জমি সাময়িক ইজারা/শর্তাধীনে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ইতোপূর্বে কোন নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়নি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ এর ১৭ (৪) ধারা অনুযায়ী বোর্ডের সম্পত্তি স্বল্পমেয়াদী ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে “বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৭” প্রণয়ন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ নির্দেশিকা প্রণয়ন সার্থক হবে বলে আমি আশা করি। এ নির্দেশিকা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার পক্ষ হতে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (বীর প্রতিক)



সিনিয়র সচিব  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ সচিবালয়  
ঢাকা।

বাংলাদেশের কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মৌলিক সম্পদ মাটি ও পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বহুলাংশে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সার্বিক কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, পানি নিষ্কাশন, নদী সংরক্ষণ, লবনাক্ততা দূরীকরণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তদানীন্তন সেচ বিভাগের সময় হতে নিয়মিত ভূমি অধিগ্রহণ/হুকুমদখল করে আসছে। দেশে ভূমির স্বল্পতা, জনসংখ্যার আধিক্য, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং উৎপাদন চাহিদা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ভূমির যথাযথ ও বহুমুখী ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। তাই **The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No.2 of 1982)** অনুসরণে অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সম্মুখিত রেখেই বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এর বহুমুখী ব্যবহারকল্পে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে প্রকল্পাধীন অধিগ্রহণকৃত ভূমিকে অন্যান্য আয়বর্ধক ও বহুমুখী উন্নয়নমূলক কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ভূমির এসব ব্যবহার প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে শুধু সামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, বরং প্রকল্পের অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণেও যথেষ্ট সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সম্পূর্ণ পুনর্ভরণ করা সরকারের একাধিক পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বাঁধ ও অন্যান্য স্থাপনার নিকটে অবস্থানকারীদের এবং দরিদ্র ও সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন দ্বারা বনায়ন, কৃষি ও মৎস্য চাষ ইত্যাদি কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করানো যেতে পারে। তাছাড়া, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে। এ পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে ফলপ্রসূ ও লাভজনক বিবেচিত হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ এবং “অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪” এ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে Gender Equity সহ সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও প্রকল্পের প্রকারভেদে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশনা রয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ এর ১৭(৪) ধারা অনুযায়ী “বোর্ড উহার প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত জমি, সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী স্বল্পমেয়াদী ইজারা প্রদান করিতে পারিবে”। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমি প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের পর প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ ও কারিগরি প্রয়োজনে সংরক্ষণ করা হয়। এ সকল জমির সর্বোত্তম ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার বিষয়টি “বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৭” এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অধিকন্তু ন্যূনতম ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে এ নির্দেশিকায় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্পত্তির (জমি, স্থাপনা ও অবকাঠামো) সুষ্ঠু ও বহুমুখী ব্যবহারের ফলে দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি ভিত্তিক বাংলাদেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তথা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে বলে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। এ নির্দেশিকার সফল প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাজিত সুফল আসবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(ড. জাফর আহমেদ খান)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত বিভাগওয়ারী জমির বিবরণী :

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	সম্পূর্ণ জেলার সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একরে)
১	২	৩	৪
১	ঢাকা বিভাগ	১৩টি	১৬৪৪৭.৬৩
২	চট্টগ্রাম বিভাগ	১১ টি	৪১৬৮৬.৬৪
৩	সিলেট বিভাগ	০৪ টি	৬১১৪.৪৪
৪	রাজশাহী বিভাগ	০৮ টি	২৫৫১২.৪৯
৫	খুলনা বিভাগ	১০ টি	৫৭৮২১.০২
৬	বরিশাল বিভাগ	০৬ টি	৩৫২৪৬.০৯
৭	রংপুর বিভাগ	০৮টি	১৯৩৫৬.৪৭
৮	ময়মনসিংহ বিভাগ	০৪ টি	৩৩৩৪.৪৫
	মোট :	৬৪ টি	২,০৫,৫১৯.২৩



-ঃ সূচিপত্র ঃ-

<u>পরিচ্ছেদ</u>	<u>বিষয়</u>	<u>পৃষ্ঠা নং</u>
প্রথম	১.১ নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য	১
	১.২ ভূ-সম্পত্তির শ্রেণি বিন্যাস	১
দ্বিতীয়	২.১ স্থাবর সম্পত্তির রেকর্ড, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্যাদি/উপাত্ত সংরক্ষণ	২-৩
তৃতীয়	ভূ-সম্পত্তির বহুমুখী ব্যবহার	৩
	(ক) আবাদযোগ্য ভূমি/জমির ব্যবহার ঃ	
	৩.১ কৃষি কাজ	৪-৫
	৩.২ বনায়ন	৬
	৩.৩ নার্সারিসৃজন ও ফুল চাষ	৭
	৩.৪ অন্যান্য চাষাবাদ	৭
	৩.৫ মৎস্য চাষ	৭-১০
	৩.৬ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন	১০-১১
	(খ) অনাবাদী ভূমি/জমির ব্যবহার ঃ	
	৩.৭ সংযোগ সড়ক/রাস্তা নির্মাণ	১১
	৩.৮ ব্যবসা-বাণিজ্য	১২
	৩.৯ পর্যটন উন্নয়ন	১২
	৩.১০ পিকনিক স্পট ও চিত্তবিনোদন ইত্যাদি	১৩
	৩.১১ বালি ও পাথর সংরক্ষণে ব্যবহৃত জমি	১৩
	৩.১২ পারাপার ঘাট স্থাপন	১৩
	৩.১৩ প্রদর্শনী মেলা	১৪
	৩.১৪ বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড/বিজ্ঞাপন প্রচার	১৪
চতুর্থ	অবকাঠামো ও ভবনের ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা	
	৪.১ বাঁধ ও খালের পাড় সড়ক হিসাবে বিকল্প ব্যবহার	১৪
	৪.২ রাস্তা, বাঁধ, রেগুলেটর ও ব্রীজ ইত্যাদির ব্যবহার	১৪
	৪.৩ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত ভবনের ব্যবস্থাপনা	১৪-১৬
পঞ্চম	প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণের রূপরেখা	
	৫.১ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ	১৬-১৭
	৫.২ সেচ খাল খনন/পুনঃখনন	১৭
	৫.৩ নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন	১৭-১৮
	৫.৪ অবকাঠামো/স্থাপনা নির্মাণ	১৮
	৫.৫ দপ্তর/আবাসিক ভবন নির্মাণ	১৮-১৯
ষষ্ঠ	সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং	১৯
সপ্তম	অর্থ জমা ও ব্যবহার পদ্ধতি	১৯



## প্রথম পরিচ্ছেদ

### ১.১ নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০১৭ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- (ক) সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যবহার এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তাকরণ;
- (খ) সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং সম্পত্তির অপব্যবহার রোধকরণ;
- (গ) বর্তমানে ব্যবহৃত এবং ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ এবং অব্যবহৃত ও অপ্রয়োজনীয় জমি নির্ধারণ পূর্বক ফেরৎ প্রদান;
- (ঘ) নিজস্ব সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব বহাল রাখা, সর্বোত্তম ব্যবহার এবং অবৈধ দখলমুক্তকরণ;
- (ঙ) স্থাবর সম্পত্তির সঠিক হিসাব ও তথ্য সংরক্ষণ ;
- (চ) ভূমি ব্যবহার ম্যাপ তৈরি ও জোনিংকরণ;
- (ছ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে জমি অধিগ্রহণের রূপরেখা প্রণয়ন;
- (জ) কম্পিউটারে ল্যান্ড প্লান স্ক্যানকরণ, সর্বশেষ জরিপের মৌজা ম্যাপ সুপার ইমপোজকরণ ও সর্বশেষ জরিপের দাগ খতিয়ান মোতাবেক মালিকানা চিহ্নিতকরণ;
- (ঝ) ভূমি অধিগ্রহণ, মালিকানা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণকরণ।

### ১.২ ভূ-সম্পত্তির শ্রেণী বিন্যাস :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূ-সম্পত্তির ব্যবহার অনুযায়ী নিম্নোক্ত চারটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ

#### (ক) সরাসরি ব্যবহৃত ভূমি/জমি :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রয়োজনে বর্তমানে ব্যবহৃত সকল জমি যথা :

০. বিদ্যমান বাঁধ, খাল, অবকাঠামো ও স্থাপনা ইত্যাদি;
০. নির্মিত অফিস ভবন, আবাসিক ভবন, ইমারত, পাম্প হাউজ ও স্থাপনা ইত্যাদি।

#### (খ) নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি/জমি :

- ০ নির্মিত বাঁধ, খননকৃত খাল, অবকাঠামো, অফিস, বাসস্থান, আবাসিক ভবন সংলগ্ন এলাকা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরি দিক বিবেচনায় সংরক্ষিত জমি।

#### (গ) ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ভূমি/জমি :

- ০ বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে না তবে ভবিষ্যতে প্রকল্পের স্বার্থে প্রয়োজন হবে এরূপ অধিগ্রহণকৃত জমি।

#### (ঘ) অব্যবহৃত ভূমি/জমি :

- ০ অধিগ্রহণকৃত যে সমস্ত জমি প্রকল্পের কাজে বর্তমানে বা প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে ভবিষ্যতে কখনই প্রয়োজন হবে না এরূপ জমি;
- ০ অধিগ্রহণকৃত জমির উপর নির্মিত স্থাপনা/অবকাঠামো যা মেরামতযোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য নয় অথবা পরিত্যক্ত এরূপ স্থাপনাসহ জমি;

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### ২.১ স্থাবর সম্পত্তির রেকর্ড, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্যাদি/উপাত্ত সংরক্ষণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত জমি অধিগ্রহণের শুরু হতে দখল প্রাপ্তি এবং প্রকল্প সমাপ্তির পরে উহার তথ্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যাশী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ স্ব-স্ব বিভাগের স্থাবর সম্পত্তির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন :

- (১) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দাখিল, ক্ষতিপূরণ প্রদান, দখল গ্রহণ, গেজেট নোটিফিকেশন ও হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশন করণ ইত্যাদি সকল কার্যাদি সম্পাদন এবং রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ;
- (২) অধিগৃহীত জমির সেটেলমেন্ট রেকর্ড যেমন : সি,এস/এস,এ/আর,এস/বি,এস ও সর্বশেষ জরিপ অনুসারে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নামে রেকর্ড, খতিয়ানভুক্তকরণ এবং নামজারি ও নাম খারিজ করা এবং রেজিস্ট্রারভুক্ত ও সংরক্ষণ;
- (৩) স্থাবর সম্পত্তির তথ্য/উপাত্তসহ দাগওয়ারী হিসাব কম্পিউটারে সংরক্ষণ এবং যথাযথভাবে আপডেটকরণ;
- (৪) সেটেলমেন্ট জরিপের সময়ে যাবতীয় রেকর্ডপত্র সরবরাহ, অধিগৃহীত ভূমির প্লান ও দাগসূচি অনুযায়ী ভূমি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নামে সেটেলমেন্ট রেকর্ডে অন্তর্ভুক্তকরণ। উক্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান/বাজেট বরাদ্দ করণ;
- (৫) অধিগৃহীত জমির সীমানা বাউন্ডারী ওয়াল বা পিলার বা কাঁটা তার দ্বারা চিহ্নিত ও সংরক্ষণকরণ;
- (৬) সম্পত্তি ও অবকাঠামোতে লম্বালম্বি দৈর্ঘ্যের ৪ কিঃ মিঃ অন্তর অন্তর বি,এম, এবং ১০০ মিটার পর পর সীমানা চিহ্নিতকরণ (ডিমারকেশন) পিলার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (৭) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্থাপনা/অবকাঠামো/বাঁধ ইত্যাদিসহ সকল সম্পত্তি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয় এরূপ স্থানে তথ্য সম্বলিত প্রদর্শন বোর্ড স্থাপন;
- (৮) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্পত্তি যাতে অবৈধভাবে দখল না হয় তৎপ্রতি সর্বদা নজর রাখা ও সতর্ক থাকা। অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ। দখলকৃত জমি ও স্থাপনা অবৈধ দখলমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় লেবার চার্জ, যানবাহন ভাড়া ও উদ্ধারকৃত জমির চতুর্দিকে পিলার/তারকাটা বেড়া দেয়ার জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান;
- (৯) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগ্রহণকৃত জমির তথ্যাদি যাচাই ও হালনাগাদকরণ এবং সঠিকভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসন/ সেটেলমেন্ট বিভাগের সহিত সমন্বয় সাধন ;
- (১০) যথাসময়ে “ভূমি উন্নয়ন কর” ও “পৌর কর” ও অন্যান্য কর পরিশোধ করা এবং পরিশোধিত করের হিসাব এল,এ কেস, মৌজা ও খতিয়ান ওয়ারী তহশিল অফিস ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস অনুযায়ী তথ্য উপাত্ত রেজিস্ট্রারে অন্তর্ভুক্তকরণ ও আপডেটকরণ;
- (১১) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি ভুল জরিপের মাধ্যমে যাতে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ড না হয় তৎপ্রতি খেয়াল রাখা ও সতর্ক থাকা। যদি কোনক্রমে অন্য নামে ভুলবশতঃ রেকর্ড হয়ে থাকে তবে অবিলম্বে ঐ সকল সম্পত্তি রক্ষার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নামে খতিয়ান সংশোধন করার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ;
- (১২) ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন মোকদ্দমা যা অবৈধ দখলদার/বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সৃষ্টি করা হয়, বোর্ডের স্বার্থ রক্ষার্থে দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে ঐ সকল মামলা পরিচালনাকরণ;

- (১৩) অব্যবহৃত কিন্তু বিকল্প কাজে ব্যবহারযোগ্য জমি প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/পোল্ডার অনুযায়ী মৌজা ম্যাপে চিহ্নিত করে জমির পরিমাণসহ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধকরণ;
- (১৪) অবমুক্ত/প্রত্যর্পণ বা হস্তান্তরকৃত সম্পত্তি বিধি অনুসারে জমির ক্ষতিপূরণ/মূল্য বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, ভূমির গেজেট প্রকাশ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে জমির দখল হস্তান্তর ইত্যাদি তথ্যানুসারে রেকর্ডপত্র সংশোধন ও সংরক্ষণকরণ;
- (১৫) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধের/খালের পার্শ্বের জমিতে বোর্ড ও জনসাধারণ কর্তৃক রোপিত বিদ্যমান গাছপালার হিসাব সংরক্ষণ ও নম্বরসহ উহা রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধকরণ, বন বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধে/ভূমিতে সৃজিত বাগানের বিক্রিত গাছের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে খালের পাড়ে, বাঁধের উভয় পার্শ্বে এবং অবকাঠামো সংলগ্ন ভূমিতে রোপিত গাছ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধকরণ এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ ও আপডেটকরণ এবং লভ্যাংশের যথাযথ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
- (১৬) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল অবকাঠামোর হিসাব যেমন : বিভিন্ন কলোনি, অফিস ভবনাদি, বাঁধ, রাস্তা, খাল, পাম্প হাউজ, স্লুইস, রেগুলেটর, ব্রিজ, আউটলেট, ইনলেট, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ ব্যয়, সমাপ্তির সন, কারিগরি তথ্য ও উপাত্ত ইত্যাদি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতঃ কম্পিউটারে সংরক্ষণ ও যথাসময়ে আপডেটকরণ;
- (১৭) কৃষি জমি, জলাশয়, দোকান ভিটি, বিভিন্ন অবকাঠামো, ভবন ভাড়া বা অন্যান্য কাজে ব্যবহারের অনুমতির ক্ষেত্রে সকল তথ্য/উপাত্ত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ পূর্বক কম্পিউটারে সংরক্ষণ ও যথাসময়ে আপডেটকরণ ;
- (১৮) স্থাবর সম্পত্তির হিসাব ও তথ্য সংরক্ষণ, অবৈধ দখলমুক্ত এবং যথাযথ ব্যবহারের বিবরণী বোর্ডের ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তরকে যথাসময়ে অবহিতকরণ এবং ৩১ শে জুলাই এর মধ্যে বাৎসরিক প্রতিবেদন দাখিল;
- (১৯) সংশ্লিষ্ট বিভাগে রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্ধারণ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### ভূ-সম্পত্তির বহুমুখী ব্যবহার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগৃহীত ভূমি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমূহ রেখে অর্থাৎ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না করে সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সরকার তথা বোর্ডের রাজস্ব আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূ-সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ :

#### ক) আবাদযোগ্য ভূমি :

- কৃষি কাজ ;
- বনায়ন;
- নার্সারি সৃজন ও ফুল চাষ;
- অন্যান্য চাষাবাদ ;
- মৎস্য চাষ;
- প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন;

#### (খ) অনাবাদী ভূমি :

- সংযোগ সড়ক/রাস্তা নির্মাণ ;
- ব্যবসা-বাণিজ্য;
- পর্যটন উন্নয়ন ;
- পিকনিক স্পট, চিত্ত বিনোদন ইত্যাদি;
- বালি ও পাথর সংরক্ষণে ব্যবহৃত জমি;
- পারাপার ঘাট স্থাপন ;
- প্রদর্শনী মেলা;
- বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞাপন প্রচার;
- অন্যান্য অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার।

**(ক) আবাদযোগ্য জমি/ভূমির ব্যবহার :**

**৩.১ কৃষি কাজ :**

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের আওতায় অধিগৃহীত ভূমি/জমির মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্পের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংরক্ষিত জমি কালের বিবর্তনে চাষাবাদের উপযোগী হলে তা কৃষি ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। এরূপ চাষাবাদের উপযুক্ত জমি দেশের ব্যাপক খাদ্য শস্য উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বোর্ডের তথা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা পূরণকল্পে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কৃষি চাষ উপযোগী ভূমি নির্ধারিত মূল্য/সার্ভিস চার্জ আদায়ের মাধ্যমে অস্থায়ী ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে।

**৩.১.১ তালিকা প্রণয়ন ও অনুমোদন :**

সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী প্রতি বছর স্ব-স্ব এলাকাধীন ব্যবহারযোগ্য কৃষি জমির তালিকা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদন গ্রহণ করবেন এবং এর অনুলিপি বোর্ডের অবগতির জন্য ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।

**৩.১.২ ব্যবস্থাপনা কমিটি :**

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রত্যেকটি পওর/পানি উন্নয়ন বিভাগস্থ কৃষি উপযোগী ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি দায়িত্ব পালন করবে :

(ক)	সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-	সভাপতি
(খ)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(গ)	সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-	সদস্য
(ঘ)	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(ঙ)	সহকারী পরিচালক (ভূমি ও রাজস্ব)/সহকারী রাজস্ব অফিসার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য-সচিব

**৩.১.৩ ব্যবহারের মেয়াদ :**

প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের মধ্যে পরবর্তী বছরের জন্য কৃষি উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য ভূমির যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং চৈত্র মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। প্রাথমিকভাবে ব্যবহারের মেয়াদ ১ (এক) বছরের জন্য হবে, যা প্রতি বাংলা বছরে ১লা বৈশাখ হতে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত গণ্য হবে। তবে প্রকল্পের সুবিধানুযায়ী বাৎসরিক সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

**৩.১.৪ ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রাপ্তির যোগ্যতা :**

চাষাবাদযোগ্য ভূমি ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে চিহ্নিত ভূমির ক্ষতিগ্রস্ত মালিক বা তার যোগ্য উত্তরসূরি/ভূমিহীন কৃষক, বিত্তহীন বিধবা মহিলা/প্রতিবন্ধী, দরিদ্র ব্যক্তি, পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন/সমিতি/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আশে-পাশে বসবাসরত জনগোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার পাবে।

**৩.১.৫ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের পদ্ধতি :**

- (ক) সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী নির্দিষ্ট ফরমে কৃষি জমি একসনা ভিত্তিতে চাষাবাদের অনুমতি দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় উল্লেখপূর্বক তার দপ্তর/সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের দপ্তরে নোটিশের মাধ্যমে আবেদন আহবান করবেন;
- (খ) প্রাপ্ত আবেদনসমূহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন পূর্বক ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে কৃষিকাজে ১ (এক) বছরের জন্য ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে; তবে কোন আবেদনকারীকে ২ (দুই) একরের অধিক জমি ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যাবে না;

### ৩.১.৬ ব্যবহারযোগ্য জমি নিয়ন্ত্রণঃ

- (ক) কৃষি উপযোগী জমি সরেজমিনে/মাঠ পর্যায়ে জরিপ করে অবৈধ দখলকারকে চিহ্নিতপূর্বক প্রত্যেক ভোগদখলকারীকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে (সাধারণ নোটিশ প্রদান/মাইকিং করে) অবহিত করতে হবে, যাতে তারা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমির অবৈধ-দখল ছেড়ে দেয় এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি অবৈধ দখলমুক্ত হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- (খ) বিজ্ঞপ্তি জারির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বর্তমান ভোগদখলকার অবৈধভাবে ভোগদখলের জন্য বিগত ভোগদখলকালীন সময়ের জন্য নির্ধারিত বকেয়া মূল্য আদায় সাপেক্ষে উক্ত জমি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে গ্রহণে যদি সম্মত হন তবে তারা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করবেন। উক্ত আবেদন মতে আবেদনকারীর অনুকূলে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা যাবে ;
- (গ) বিজ্ঞপ্তি জারির পর (ক) ও (খ) অনুচ্ছেদমতে চাষাবাদের জন্য কোন আবেদন পাওয়া না গেলে ঐ সমস্ত জমি প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র/ডাকের মাধ্যমে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে;
- (ঘ) কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য অনুমতি প্রদত্ত জমি কোন অবস্থায়ই সাবলীজ বা হস্তান্তর করা যাবে না, ব্যত্যয় ঘটান প্রমাণ পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুমতি সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। অনুমতি বাতিলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংগঠন কর্তৃক কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না।

### ৩.১.৭ মূল্য/সার্ভিস চার্জ নির্ধারণঃ

- (ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হার অনুসরণ করতে হবে।
- (খ) নির্ধারিত মূল্য/সার্ভিস চার্জের সাথে অন্যান্য সরকারি রাজস্ব (ভ্যাট, আয়কর ইত্যাদি) সহ মোট মূল্য নির্ধারণ করতে হবে যা অগ্রিম আদায়যোগ্য।
- (গ) সেচ প্রকল্পে কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য অনুমতি প্রদানকৃত জমিতে সেচ বা অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা অনুযায়ী আলাদাভাবে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়যোগ্য।

### ৩.১.৮ চুক্তিনামা স্বাক্ষরঃ

কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সংগঠনের নিকট হতে ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ “নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প” চুক্তিনামা/হলফনামা গ্রহণপূর্বক ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করতে হবে। চুক্তিনামা সম্পাদনের তারিখ হতে গ্রহীতার উপর এক বছর ভোগদখলের অধিকার বর্তিয়েছে বলে গণ্য হবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী চুক্তিনামা স্বাক্ষর করবেন।

### ৩.১.৯ নবায়নঃ

- (১) কোন সংগঠন/সমিতি/ব্যক্তি ব্যবহারের অনুমতি প্রাপ্ত জমি নবায়নের জন্য আগ্রহী হলে ইচ্ছুক সংগঠন/সমিতি/ব্যক্তি কর্তৃক মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ১ (এক) মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর বরাবরে আবেদন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বা কমিটি কর্তৃক নবায়নের বিষয়টি বিবেচিত হলে প্রতি বছর ৫% (পরিবর্তনযোগ্য) মূল্য/সার্ভিস চার্জের হার বৃদ্ধিপূর্বক আবেদনকারী ব্যক্তি/সংগঠন এর অনুকূলে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে;
- (২) পূর্বের নির্ধারিত মূল্য/সার্ভিস চার্জের সাথে নির্দিষ্ট হার বৃদ্ধিপূর্বক অন্যান্য সরকারি কর, ভ্যাটসহ মোট ব্যবহার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে যা অগ্রিম আদায়যোগ্য।

### ৩.২ বনায়ন :

বন দেশের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব উপাদান বৃক্ষের দান। বন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অপরিহার্য। বন-বৃক্ষ উপকূলীয় বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস ও মাটির ক্ষয়রোধ, ভূ-কম্পন ও বায়ুর চাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এ কারণে বনায়নের গুরুত্ব অপরিমিত। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্মিত বাঁধ/খালের পাড়সহ অন্যান্য জমিতে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা আবশ্যিক। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূ-সম্পত্তিতে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা, ম্যানুয়েল ও বিধিমালা আলোকে বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে :

#### ৩.২.১ বনায়ন নীতিমালা, ১৯৯৮

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বাঁধে বনায়নের নীতিমালা, ১৯৯৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী সরকারের বন বিভাগ বা অন্য কোন সংস্থা বা এনজিও ইত্যাদি নির্ধারিত শর্তাধীনে বাঁধে গাছ লাগাতে পারবে। গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে অনূর্ধ্ব ৭(সাত) বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। পরবর্তীতে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে আলোচনাক্রমে চুক্তির মেয়াদ অনূর্ধ্ব ৩(তিন) বছর করে বৃদ্ধি করা যাবে।

#### ৩.২.২ বৃক্ষরোপণ ম্যানুয়েল, ২০০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন অবকাঠামো, স্থাপনা ও মৃত্তিকা ভেদে ভূমির শ্রেণিভিত্তিক প্রজাতির গাছ চিহ্নিতকরণ, রোপণ ও পরিচর্যা পদ্ধতি নিরূপণের নিমিত্ত বৃক্ষরোপণ ম্যানুয়েল, ২০০৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সরাসরি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অংশিদারিত্বের বন্টন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪০% এবং উপকারভোগী দল ৬০% পাবে।

#### ৩.২.৩ সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালা আলোকে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে অনূর্ধ্ব ১০(দশ) বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। পরবর্তীতে উভয় পক্ষ বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে আলোচনা করে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে। এক্ষেত্রে অংশিদারিত্বের বন্টন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০% এবং বন বিভাগসহ উপকারভোগী দল ৮০% পাবে।

#### ৩.২.৪ বিশেষ ক্ষেত্রে বনায়নের অনুমোদন পদ্ধতি :

(ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মালিকানাধীন জমিতে বাঁধ/খালের পার্শ্বে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোমধ্যে রোপিত বৃক্ষ জরিপপূর্বক “অত্র নির্দেশিকার আওতায় চুক্তিনামা সম্পাদন পূর্বক নিয়মিতকরণ করা যাবে”। এক্ষেত্রে বর্তমান বাজার মূল্যের উপর রোপিত গাছের তত্ত্বাবধায়নকারী ৬০% এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪০% পাবে। অতঃপর কর্তনকৃত গাছের স্থানে পুনরায় বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে অংশিদারিত্ব বন্টন হার সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব উদ্যোগে বা অর্থায়নে বৃক্ষরোপণ বা বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যাবে। অনেক ক্ষেত্রে রোপিত বৃক্ষের তত্ত্বাবধান, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগীয় পর্যায়ে করা সম্ভব না হলে স্থানীয় পর্যায়ে এলাকার সংশ্লিষ্ট জনশক্তির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন বা কমিউনিটিকে বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বনায়ন/বৃক্ষের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অংশিদারিত্ব বন্টন সমানুপাতিক অর্থাৎ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৫০% এবং তত্ত্বাবধায়নকারী সংগঠন/ব্যক্তি ৫০% প্রাপ্য হবে; তবে বোর্ড সময়ে সময়ে এ হার পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবে।

(গ) বনায়নের জন্য অনুমতি প্রদত্ত বাঁধ বা জমি অন্য কাজে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। এতে সীমানা প্রাচীর বা কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না।

(ঘ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বৃহৎ পুনর্বাসন কাজের জন্য বা প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে আংশিক বা সম্পূর্ণ চুক্তি বাতিল করে গাছ অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করতে পারবে। এক্ষেত্রে মেয়াদ পূর্তি না হওয়ার কারণে কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাবে না।

### ৩.৩ নার্সারি সৃজন ও ফুল চাষ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগৃহীত জমির ধরণ অনুসারে আছহী বা ইচ্ছুক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন এর অনকূলে ব্যবহারের অনুমতির প্রয়োজন বিবেচনা করলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর মতামত/সুপারিশসহ পরিচালক, ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর-এর মাধ্যমে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর অনুমোদনক্রমে ২-৫ বছর মেয়াদে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে।

### ৩.৪ অন্যান্য চাষাবাদ :

রেশম চাষ/চা বাগান/ফলমূল আবাদের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগৃহীত ভূমিতে ধরণ অনুসারে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত মহাপরিচালক এর অনুমোদনক্রমে আছহী বা ইচ্ছুক ব্যক্তি/সংগঠন/প্রতিষ্ঠান এর অনকূলে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে। তবে কোন ক্ষেত্রে এককালীন এক বছরের অধিক সময়ের আবেদন পাওয়া গেলে তা কর্তৃপক্ষ চাষাবাদের জন্য ব্যবহারের অনুমতির প্রয়োজন বিবেচনা করলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর মতামত/সুপারিশসহ পরিচালক, ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর-এর মাধ্যমে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর অনুমোদনক্রমে ২-৫ বছর মেয়াদে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে।

### মৎস্য চাষ

#### ৩.৫ মৎস্য চাষ :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রভুক্ত জলাশয় বিজ্ঞানসম্মত ও নিবিড়ভাবে মৎস্য চাষ করে দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ তথা মৎস্য উন্নয়নসহ জাতীয় চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচন সহজতর করার পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুযায়ী সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ডের সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যাবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন মৎস্য চাষ উপযোগী সকল জলাশয় ব্যাপক মৎস্য চাষের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে উহার ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার সম্পর্কিত পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

#### ৩.৫.১ জলাশয় চিহ্নিতকরণ :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় অধিগৃহীত জমিতে নির্মিত বাঁধ, খাল, অবকাঠামো ইত্যাদির পার্শ্বে সাধারণতঃ সৃষ্ট মৎস্য চাষ উপযোগী গর্ত, ডোবা, বরোপিট, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া সেচখাল, রেগুলেটর, পাম্প হাউজ ইত্যাদির পার্শ্ববর্তী লেকসমূহ যা মৎস্য চাষ উপযোগী এমন ক্ষেত্রও জলাশয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

#### ৩.৫.২ সরকার বা অন্য সংস্থার সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা :

(ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ এর আলোকে জলাশয় মৎস্য চাষের জন্য মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় বা অন্য মন্ত্রণালয়ের সহিত উন্নয়ন পরিকল্পনাভুক্ত হলে ঐ সমস্ত জলাশয়ের ব্যবস্থাপনা উক্ত মন্ত্রণালয়ের সহিত স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক বা নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে।

#### ৩.৫.৩ প্রাধান্যঃ

জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯, “বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০” এবং “অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪” অনুযায়ী কোন প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের উপর অর্পিত হলে সেক্ষেত্রে মৎস্য চাষ উপযোগী জলাশয়ের ব্যবহার ও ইজারার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণপূর্বক স্থানীয় সুবিধাভোগী সংগঠন/সমিতি প্রাধান্য পাবে।

### ৩.৫.৪ ব্যবস্থাপনা কমিটি :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগের আওতাধীন জলাশয়সমূহ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি বিভাগওয়ারী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে :

(ক)	সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-	সভাপতি
(খ)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(গ)	জেলা অথবা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-	সদস্য
(ঙ)	উপ-পরিচালক/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-	সদস্য
(চ)	সহকারী পরিচালক (ভূমি ও রাজস্ব)/সহকারী রাজস্ব অফিসার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য-সচিব

### ৩.৫.৫ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের সময়সীমা :

ক) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সাময়িক ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের মেয়াদ সাধারণত: ১-৩ বছর পর্যন্ত হবে। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বা তদূর্ধ্ব কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে।

### ৩.৫.৬. ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের পদ্ধতিঃ

(ক) দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত জলাশয় ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি অথবা মাইকিং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক প্রচারপূর্বক আবেদন গ্রহণ করতে হবে;

(খ) ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রাপ্ত আবেদনসমূহ বিবেচনা করবে। উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা প্রকাশ্য দরপত্রের (Open Tender) মাধ্যমে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে। ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্র নিম্নরূপ:

অনূর্ধ্ব ৩(তিন) একর আয়তন বিশিষ্ট জলাশয়	ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামত ও সুপারিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী।
অনূর্ধ্ব ৫(পাঁচ) একর আয়তন বিশিষ্ট জলাশয়	ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামত ও সুপারিশ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী।
অনূর্ধ্ব ১০(দশ) একর আয়তন বিশিষ্ট জলাশয়	ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামত ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী।
১০(দশ) একরের উর্ধ্বের আয়তন বিশিষ্ট জলাশয়	ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামত ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী।

### ৩.৫.৭ জলাশয় ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদনকারীঃ

প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত মৎস্য চাষে ইচ্ছুক বা অগ্রহী পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন/মৎস্য চাষ উপযোগী গ্রুপ/সমিতি/সংস্থা/অগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারবে।



### ৩.৫.৮ সার্ভিস চার্জ/ব্যবহার মূল্য :

মৎস্য চাষের জন্য চিহ্নিত ইজারাযোগ্য জলাশয়ের সার্ভিস চার্জ/ব্যবহারমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হার অনুসরণ করবে।

### ৩.৫.৯ জলাশয় নিয়ন্ত্রণঃ

- (ক) ব্যবহারযোগ্য জলাশয় সরজমিনে/মাঠ পর্যায়ে সার্ভে করে অবৈধ দখলদারকে চিহ্নিতপূর্বক প্রত্যেক ভোগদখলকারীকে সাধারণ নোটিশ প্রদান/মাইকিং করে অবহিত করতে হবে, যাতে তারা অবৈধ দখল ছেড়ে দেয় এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি অবৈধ দখলমুক্ত হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- (খ) উক্ত নোটিশ/মাইকিং এর পরিপ্রেক্ষিতে ৭(সাত) দিনের মধ্যে বর্তমান ভোগ দখলকার অবৈধ ভোগদখলের জন্য বিগত বছরগুলোর/ভোগদখলকালীন সময়ের জন্য নির্ধারিত মূল্য আদায় সাপেক্ষে উক্ত জলাশয় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নীতিমালা অনুসারে বোর্ডের স্বত্ব ও স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে ইজারা গ্রহণে যদি সম্মত হয় তবে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করবেন। উক্ত আবেদন গৃহীত ও অনুমোদিত হলে আবেদনকারীর অনুকূলে মৎস্য চাষে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে;
- (গ) সাধারণ নোটিশ প্রদানের পর (ক) ও (খ) অনুচ্ছেদ মতে কেহ ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণ না করলে ঐ সমস্ত জলাশয় প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের (Open Tender) মাধ্যমে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে;
- (ঘ) যে সকল জলাশয় অবৈধ দখলদারদের ভোগ দখলে আছে ঐ সমস্ত জলাশয় ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- (ঙ) ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত জলাশয় সাব-লিজ প্রদান করা যাবে না। বোর্ডের বিদ্যমান বাঁধ/খাল ও অবকাঠামোর কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাবে না। যদি কেহ করে থাকেন তবে ব্যবহারের অনুমতি সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণকারী কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।

### ৩.৫.১০ চুক্তিনামা স্বাক্ষরঃ

ব্যবহারের অনুমতি গ্রহীতার নিকট হতে ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি গ্রহণপূর্বক “নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প” নির্ধারিত শর্তাবলী উল্লেখপূর্বক চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করবেন। চুক্তিনামা স্বাক্ষরের তারিখ হতে ব্যবহারের অনুমতি গ্রহীতার উপর দখল বর্তাবে।

### ৩.৫.১১ নবায়নঃ

- (ক) ব্যবহারের অনুমতি গ্রহীতা নবায়নের জন্য ইচ্ছুক হলে মেয়াদকালীন সময়ের পাওনাদি যথাসময়ে পরিশোধ করলে পরবর্তী সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছর মেয়াদে নবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ২ (দুই) মাস পূর্বে আবেদন করতে হবে।
- (খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ ও সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর সুপারিশ সাপেক্ষে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে ৩ (তিন) বছর মেয়াদী নবায়নের অনুমতি দেয়া যাবে।
- (গ) নবায়নের বা নতুনভাবে দরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত মূল্যের উপর ৫%-১৫% বর্ধিত হারে ও অন্যান্য সরকারি কর/রাজস্বসহ মূল্য/সার্ভিস চার্জ নির্ধারিত হবে।

### ৩.৫.১২ বিরোধ নিষ্পত্তি :

ব্যবহারের অনুমতির বিষয়ে কোন বিরোধ দেখা দিলে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের পরবর্তী উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বিরোধ নিষ্পত্তিতে ক্ষমতাবান। তবে কোন কারণে তিনি বিরোধ নিষ্পত্তিতে অপারগ বা ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বরাবর সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

### ৩.৫.১৩ বিশেষ ক্ষেত্র :

প্রকল্প এলাকায় মৎস্য চাষ উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে ব্যাংক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কেহ দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণে ইচ্ছুক হলে, সেক্ষেত্রে বোর্ডের ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এর অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে। উল্লেখ্য, এ জলাশয় ব্যবহারের অনুমতির চুক্তিপত্র বা সম্পত্তি বন্ধক রেখে কোন অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করা যাবে না।

### ৩.৫.১৪ ব্যবহারের অনুমতির অর্থ পরিশোধ :

- (ক) যে সকল জলাশয় ১ (এক) বছরের জন্য ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হবে সে সমস্ত জলাশয়ের ব্যবহার মূল্য একসাথে অগ্রিম আদায় করতে হবে।
- (খ) ব্যবহার মূল্য সর্বদা অগ্রিম আদায়যোগ্য, যে সকল জলাশয় ১(এক) এর অধিক বছরের জন্য ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যাবে, সেক্ষেত্রেও ব্যবহার মূল্য প্রতি বছরের জন্য বাৎসরিক কিস্তিতে অগ্রিম আদায় করতে হবে।
- (গ) নির্ধারিত ব্যবহার মূল্যের সাথে সরকারি রাজস্ব (ভ্যাট, আয়কর ইত্যাদি) নির্ধারণপূর্বক মোট মূল্য অগ্রিম আদায়যোগ্য হবে।

## প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন

### ৩.৬ প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন :

দেশের প্রাণি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন সম্পত্তি প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন কাজে ব্যবহার সম্পর্কিত পদ্ধতি নিম্নরূপ :

#### ৩.৬.১ প্রাণি সম্পদ উন্নয়নে ভূমি/সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ :

সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী পশু পালন, হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন ও গোচারণ ভূমি ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহার উপযোগী এরূপ ভূমি যা প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হবে তা সরজমিনে জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিতপূর্বক তালিকা প্রণয়ন করবে।

#### ৩.৬.২ চুক্তিপত্র স্বাক্ষর :

- (ক) জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯, “বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০” এবং “অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪” দ্বারা বারিত না হলে প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট অন্য সংস্থার প্রস্তাবমতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে পারবে।
- (খ) জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯, “বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০” এবং “অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৪” অনুযায়ী কোন প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের উপর অর্পিত হলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন উপযোগী ভূমি/সম্পত্তি সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণপূর্বক শর্ত সম্বলিত চুক্তিনামা স্বাক্ষরের মাধ্যমে স্থানীয় সুবিধাভোগী সংগঠনকে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যাবে।

(গ) প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক চুক্তিনামা স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা ইচ্ছুক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠনকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে।

### ৩.৬.৩ ব্যবস্থাপনা কমিটি :

পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন বিভাগে প্রাণি সম্পদ সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি বিভাগওয়ারী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে :

(ক)	সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-	সভাপতি
(খ)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(গ)	জেলা অথবা উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-	সদস্য
(ঙ)	উপ-পরিচালক/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	-	সদস্য
(চ)	সহকারী পরিচালক (ভূমি ও রাজস্ব)/সহকারী রাজস্ব অফিসার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি	-	সদস্য-সচিব

### ৩.৬.৪ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের পদ্ধতি :

(১) দেশের প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন যথা: হাঁস-মুরগি চাষ, পোল্ট্রি ফার্ম, গোচারণ ভূমি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য জমি থাকলে সেক্ষেত্রে আত্মহী বা ইচ্ছুক সংগঠন/সমিতি/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ৩.৫.৫ এর নিয়ম অনুসরণপূর্বক ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে।

(২) প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে জলাশয় ব্যবহারের পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য (অনু:৩.৫.৬);

### ৩.৬.৫ সার্ভিস চার্জ/ব্যবহারমূল্য :

(১) সার্ভিস চার্জ/ব্যবহারমূল্যের ক্ষেত্রে ৩.৫.৮ অনুসরণযোগ্য।

(২) নির্ধারিত ব্যবহারমূল্য/সার্ভিস চার্জের সাথে অন্যান্য সরকারি কর, ভ্যাটসহ মোট মূল্য আদায়যোগ্য হবে।

### খ) অনাবাদী ভূমির ব্যবহার

#### ৩.৭. সংযোগ সড়ক/রাস্তা নির্মাণ :

(ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ, খাল, স্থাপনার পার্শ্বে কোন বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিতে যাতায়াতের সুবিধার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ/রাস্তার সাথে বিকল্প রাস্তা বা সংযোগ সড়ক নির্মাণ করতে আত্মহী/ইচ্ছুক হলে সেক্ষেত্রে আত্মহী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি তথ্য/উপাত্ত, সূচক ম্যাপ/দলিলসহ আবেদন করতে পারবে।

(খ) প্রাপ্ত আবেদন/প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী/প্রকল্প কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে মতামতসহ সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীর মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। উক্ত দপ্তর সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত মহাপরিচালক/মহাপরিচালক এর অনুমোদনক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অনুঃ খ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত মহাপরিচালক/মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হারে সরকারি রাজস্বসহ সার্ভিস চার্জ আদায় সাপেক্ষে “নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প” চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে সংযোগ সড়ক/বিকল্প রাস্তা নির্মাণের জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় বা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্পত্তির ক্ষতি হয় এমন ধরণের কোন ভূমি সংযোগ সড়ক/বিকল্প রাস্তা নির্মাণের জন্য অনুমতি দেয়া যাবে না।

### ৩.৮ ব্যবসা ও বাণিজ্য :

- ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়ী বাঁধ/অবকাঠামোর পার্শ্ব বা উহার সংলগ্ন ভূমিতে গড়ে উঠা বিভিন্ন আকারের অস্থায়ী অবকাঠামোয়ুক্ত দোকান ভিটি (যেখানে যে অবস্থায় আছে) একসনা ইজারা/ভাড়া প্রদানের জন্য মৌজা, দাগ অনুযায়ী দোকানের স্থানসমূহ ম্যাপে চিহ্নিত করে পৃথক পৃথক ভাবে (১৬" = ১ মাইল স্কেলের ম্যাপকে ৩২" বা ৬৪" = ১ মাইল ইত্যাদি স্কেলে বড় আকারে রূপান্তরিত করে) সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী স্ব-স্ব এলাকার দোকান ভিটির স্কেচ ম্যাপ তথ্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নিকট প্রস্তাব দাখিল করবেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর প্রাপ্ত প্রস্তাব যাচাই-বাছাই পূর্বক তার মতামতসহ সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীর মাধ্যমে বোর্ডে প্রেরণ করবেন;
- খ) প্রতিটি এল, এ প্লান/সেটেলমেন্ট নক্সা/মৌজা ম্যাপ অনুসারে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর সরেজমিনে সার্ভে করে বর্তমান দখলদারের অবস্থান ও অংশ (হিস্যা) সনাক্ত করে প্রাথমিক ভাবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমি হতে অবৈধ দখলদারদের সরে যাওয়ার জন্য সাধারণ নোটিশ/মাইকিং এর ব্যবস্থা করবেন। উক্ত নোটিশ জারির ৭(সাত) দিনের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণে সম্মত হলে বর্তমান দখলদারদের নিকট হতে ন্যূনতম ২ (দুই) বছর বা ভোগদখলকালীন সময়ের বকেয়া হিসেবে নির্ধারিত ভাড়া আদায় করে পরবর্তী ৩ (তিন) বছর মেয়াদে বাণিজ্যিক হারে ব্যবহারের অনুমতি/ভাড়া প্রদান করা যাবে। অন্যথায়, ভোগ দখলদারদের বিরুদ্ধে এফ,আই,আর করণসহ প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক উচ্ছেদ করে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের (Open Tender) মাধ্যমে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে;
- গ) একরূপ দোকান ভিটি ভাড়া বা ব্যবহারের অনুমতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হারে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক বাৎসরিক ভিত্তিতে ভাড়া প্রদান করা যাবে;
- ঘ) প্রথমবার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এর অনুমোদন গ্রহণের পর পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর মতামতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী নবায়নের অনুমতি দিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে পূর্বের চেয়ে ৫%-১০% হারে ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা যাবে। তবে নবায়নের বিষয়টি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে;
- ঙ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিতে অস্থায়ীভাবে গড়ে উঠা দোকান পাট হতে বাৎসরিক ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী ব্যবহার মূল্য/সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের (Open Tender) মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতার অনুকূলে ভাড়া বা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে। দরপত্রের সাথে ২ (দুই) কপি ছবি, ট্রেড লাইসেন্স, নাগরিকত্ব সনদপত্র, অঙ্গীকারনামা (মুচলেকা) ইত্যাদি থাকতে হবে;
- চ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমির উপর অস্থায়ীভাবে গড়ে উঠা দোকানপাট সরকার বা অন্য সংস্থা কর্তৃক ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হলে সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যবহার মূল্য বা ব্যবহার মূল্যের ৫০% সার্ভিস চার্জ হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে পরিশোধ করতে হবে;
- ছ) তবে, শর্ত থাকে যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হয় একরূপ ক্ষেত্রে কোন অবস্থায়ই ব্যবহারের অনুমতি/ভাড়া প্রদান করা যাবে না বরং একরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীকে ভোগ দখল হতে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

### ৩.৯ পর্যটন উন্নয়ন :

- ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মালিকানাধীন মুহুরী সেচ প্রকল্প, তিস্তা সেচ প্রকল্পের রেগুলেটর এলাকা, চট্টগ্রাম জেলার পতেঙ্গা, আনোয়ারা, সীতাকুণ্ডু, বাঁশখালী, কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন এলাকা, বরগুনা জেলার পাথরঘাটা ও পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা সহ অন্যান্য সম্ভাব্য স্থান, পিকনিক স্পট, বিনোদন কেন্দ্র, পার্ক, বেসরকারি পর্যটন কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণের জন্য সুপারিশসহ নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে বোর্ডের মহাপরিচালক এর অনুমোদনক্রমে ৩ (তিন) বছর মেয়াদী (নবায়নযোগ্য) ব্যবহারের অনুমতি/ভাড়া প্রদান করা যাবে;
- খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়ী বাঁধ, সেচ প্রকল্প, রেগুলেটর যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পর্যটন স্পট হিসেবে বহুল পরিচিত/বিবেচিত ইত্যাদির পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মালিকানাধীন ভূমিতে ইতোমধ্যে গড়ে উঠা দোকান ঘরসমূহ কোন সংগঠন/আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া/সার্ভিস চার্জ/ব্যবহারমূল্য আরোপের মাধ্যমে বাৎসরিক ভিত্তিতে ভাড়া প্রদান করা যাবে।

- (গ) একই স্থানে একাধিক আবেদনকারী থাকলে সেক্ষেত্রে খোলা দরপত্রের মাধ্যমে ব্যবহারের অনুমতি/ভাড়া প্রদান করা যাবে।
- (ঘ) পর্যটন স্পটসমূহে যেখানে প্রতিনিয়ত অগণিত দর্শক সমাগম হয় সেখানে ন্যূনতম উপযুক্ত দর্শনার্থী ফি নির্ধারণ করতঃ বার্ষিক ভিত্তিতে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে।
- (ঙ) তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হয় এরূপ ক্ষেত্রে কোন অবস্থায়ই ব্যবহারের অনুমতি/ভাড়া দেওয়া যাবে না বরং তা অবৈধ দখলে থাকলে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া KPI অন্তর্ভুক্ত স্থান/এলাকা কোন অবস্থাতেই এ ব্যবস্থাপনার আওতায় আসবে না।

### ৩.১০ পিকনিক স্পট ও চিত্তবিনোদন কেন্দ্র :

- (ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পস্থ ভূমি/স্থাপনা, রেগুলেটর সংলগ্ন এলাকা পিকনিক ও চিত্তবিনোদনের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত মহাপরিচালক/মহাপরিচালক এর অনুমোদনক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা বাৎসরিক ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে।
- (খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেড়ী বাঁধ, সেচ প্রকল্প, রেগুলেটর যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিকনিক স্পট/পার্ক/চিত্তবিনোদন কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত/পরিচিত ইত্যাদি কোন সংগঠন/আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সার্ভিস চার্জ/ব্যবহার মূল্য/ভাড়া আরোপের মাধ্যমে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে।
- (গ) একই স্থানে একাধিক আবেদনকারী থাকলে সেক্ষেত্রে খোলা দরপত্রের (Open Tender) মাধ্যমে ব্যবহারের অনুমতি/ভাড়া প্রদান করা যাবে।
- (ঘ) KPI অন্তর্ভুক্ত স্থান/এলাকা এ ব্যবস্থার বহির্ভূত থাকবে।

### ৩.১১ বালি ও পাথর সংরক্ষণে ব্যবহৃত জমি :

- (ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পস্থ খালে স্থাপিত রেগুলেটর সংলগ্ন উভয় পার্শ্ব হতে জনসাধারণ কর্তৃক উত্তোলিত পাথর, কয়লা, বালু, লবণ ইত্যাদি উত্তোলন ও পরিবহন কাজে ব্যবহার উপযোগী জমি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীর সুপারিশসহ মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে বছর ভিত্তিক ইচ্ছুক বা আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে একাধিক আবেদন থাকলে প্রতিযোগিতামূলক খোলা দরপত্রের (Open Tender) মাধ্যমে উপযুক্ত মূল্যে একসনা ভিত্তিক ভাড়া/সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে ব্যবহারের অনুমতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রদান করা যাবে।
- (খ) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য বিভাগ হতে অনুমোদিত লাইসেন্স প্রাপ্ত, ইজারাকৃত বা চিহ্নিত জমি এর আওতাভুক্ত হবে না। লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খনিজ সম্পদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি ব্যবহার করা হলে সেক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ব্যবহৃত জমির উপযুক্ত ইজারা মূল্য বা ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।
- (গ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পস্থ যে সব স্থান গুটিকি মহল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেসব স্থান (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একসনা ব্যবহারের অনুমতি/ভাড়া প্রদান করা যাবে।

### ৩.১২ পারাপার ঘাট স্থাপন :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তিতে বিদ্যমান নৌ-ঘাট, খোয়াঘাট, গুদারাঘাট ও ক্রসড্যাম পারাপার ইত্যাদির ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ আদায়ের নিমিত্ত ১ (এক) সনা ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ভাড়া/সার্ভিস চার্জ নির্ধারণপূর্বক প্রতিযোগিতামূলক খোলা দরপত্রের (Open Tender) মাধ্যমে বা একক আবেদনকারীর অনুকূলে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে।

### ৩.১৩ প্রদর্শনী মেলা :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ বা ভূমি যা প্রদর্শনী মেলার জন্য উপযুক্ত এরূপ মাঠ বা ভূমি বিভিন্ন বাৎসরিক প্রদর্শনী মেলা যেমন-বৃক্ষ মেলা, বৈশাখী মেলা, ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে অস্থায়ী পণ্ডর হাট, শিল্প-বাণিজ্য মেলা, কৃষি মেলা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত ভাড়া/সার্ভিস চার্জ আদায়ের মাধ্যমে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে একটি যুক্তিযুক্ত ভাড়া/বুক ভেল্যু নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী সম্মতি/অনুমতি পত্র প্রদান করতে পারবেন। মেলা/প্রদর্শনী ব্যবস্থাপনা কমিটিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে কমপক্ষে একজন সদস্য প্রতিনিধি রাখতে হবে।

### ৩.১৪ বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড/বিজ্ঞাপন প্রচার :

- (ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিতে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি/সংস্থা বিজ্ঞাপন ফলক সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড স্থাপন করতে ইচ্ছুক হলে আত্মহী আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে নিজ খরচে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিজ্ঞাপনী বোর্ড স্থাপন করার অনুমতি প্রদান করা যাবে।
- (খ) এক্ষেত্রে আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আবেদন প্রাপ্তির পর মহানগরীর ক্ষেত্রে মহাপরিচালক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনসাপেক্ষে বোর্ডের নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ আদায়পূর্বক বোর্ডের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে “নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প” চুক্তিনামা স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভূমি বা স্থান ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### অবকাঠামো ও ভবন ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা

#### ৪.১ বাঁধ ও খালের পাড় সড়ক হিসেবে বিকল্প ব্যবহার :

- (ক) বাঁধ বা খালের পাড়ের জন্য ব্যবহৃত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বাঁধ ও খালের পাড়সমূহ সড়ক/রাস্তা হিসেবে বিকল্পভাবে ব্যবহার করা যায়। ভবিষ্যতে বাঁধ তৈরির সময় সে দিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ ও নক্সা প্রণয়ন করতে হবে;
- (খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ বা খালের পাড়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগ বা স্থানীয় সরকার বিভাগ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনস্বার্থে সড়ক ও রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে। এ ধরনের বাঁধ/খালের পাড় রাস্তা হিসেবে বিকল্প ব্যবহারের নিমিত্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে।

#### ৪.২ রাস্তা, বাঁধ, রেগুলেটর ও ব্রিজ ইত্যাদির ব্যবহার :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ, রাস্তা, ব্রিজ, রেগুলেটর ইত্যাদি অবকাঠামোর উপর দিয়ে বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি ইত্যাদি বিভিন্ন যানবাহন চলাচলের জন্য বাৎসরিক ভিত্তিতে সার্ভিস চার্জ আদায় করা যাবে। এক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে ধার্যকৃত হার অনুযায়ী খোলা দরপত্রের (Open Tender) মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরদাতাকে ব্যবহারের অনুমতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রদান করা যাবে (দরপত্রে প্রতিটি যানবাহন চলাচলের জন্য সার্ভিস চার্জ/হার নির্ধারিত থাকবে)।

#### ৪.৩ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত ভবনের ব্যবস্থাপনা :

- (ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল ধরনের ভবনের বিবরণী যেমন : স্থান, আয়তন, টাইপ, ব্যবহারের ক্ষেত্র, নির্মাণ সন, নির্মাণ ব্যয় ইত্যাদি তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে সংরক্ষিত থাকবে;
- (খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্মিত ভবনসমূহ নির্দিষ্ট দপ্তরের বা কাজের জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

### ৪.৩.১ বাসযোগ্য ভবনের ব্যবহারঃ

মাঠ পর্যায়ে যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বসবাসের জন্য আবাসিক ভবন নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত করা আছে, সে সমস্ত বসবাসযোগ্য ভবনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বসবাস নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক বা দপ্তর প্রধান যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিষয়টি বোর্ডের সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর মনিটরিং করবেন।

### ৪.৩.২ অব্যবহৃত ও অপ্রয়োজনীয় ভবন ব্যবস্থাপনা :

সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা ভবনের শ্রেণী, অবস্থান, অবস্থা ইত্যাদি অনুসারে তালিকা প্রণয়ন করবেন। প্রণীত তালিকা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত শ্রেণি অনুসারে ব্যবহারের অনুমতি/ভাড়া প্রদান করা যাবে।

#### (১) ব্যবহার উপযোগী ভবন/সেড ভাড়া :

(ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্মিত যে সকল ভবন অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে, যা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না : এ ধরনের ভবনসমূহ সরকারি/আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, এজিও, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী অথবা চাকুরিজীবী ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে বাৎসরিক ভিত্তিতে ভাড়া প্রদান করা যেতে পারে। উক্ত ভবন/সেডের ভাড়া বোর্ডের অনুমোদিত হারে নির্ধারিত হবে।

(খ) ভাড়া গ্রহণকারীর ভাড়া পরিশোধ ও সার্বিক কার্যকলাপ সন্তোষজনক হলে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর প্রস্তাবের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে বোর্ডের সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ৩(তিন) বছর মেয়াদে ভাড়া প্রদান করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, ভাড়া প্রদানের পরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এ সমস্ত ভবন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন অর্থ ব্যয় করবে না।

#### (২) অবলুপ্ত অফিস ভবন/সেড ভাড়া :

(ক) অবলুপ্ত অফিস ভবন/সেড যেখানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত নেই অথবা উক্ত ভবনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোন কার্যক্রম চালু নেই এরূপ ভবনের বাৎসরিক ভাড়া বোর্ডের অনুমোদিত হারে নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে ভাড়া প্রদান করা যাবে। তবে, সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে ক্ষেত্র বিশেষে এক বছরের অধিক সময়ের জন্য ভাড়া প্রদান করা যাবে।

(খ) অবলুপ্ত অফিস ভবন এলাকার মধ্যে কোন ফলবান গাছ থাকলে বাৎসরিক উৎপাদিত ফল এবং কর্তনযোগ্য গাছ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

#### (৩) মেরামত সাপেক্ষে ব্যবহার উপযোগী ভবন/সেড ভাড়াঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে সকল অব্যবহৃত ভবন রয়েছে, যা পুনঃসংস্কার/মেরামত সাপেক্ষে ব্যবহারের উপযোগী হবে ঐ সকল ভবন বিভিন্ন সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/এনজিও ও কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারি, সরকারি/বেসরকারি চাকুরিজীবী ব্যক্তি ভাড়া গ্রহণে ইচ্ছুক হলে, এরূপ ক্ষেত্রে স্থানীয় “আবাসন বরাদ্দ কমিটি” কর্তৃক যুক্তিযুক্ত ভাড়া বা হার নির্ধারণ করে তা ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক মেরামতের/নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের শর্তে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে ঐ সংস্থা/ব্যক্তির অনুকূলে এক বা একাধিক বছরের জন্য ভাড়া প্রদান করা যাবে।

(৪) ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ভবন/সেড বিক্রয় :

যে সকল ভবন মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব নয় অর্থাৎ পরিত্যক্ত বা সম্পূর্ণ ব্যবহারের অনুপযোগী ঐ সকল ভবনের তালিকা প্রণয়ন করে বুকভ্যালু (Book Value) বা বাজার মূল্য নির্ধারণপূর্বক প্রচলিত নিয়ম অনুসরণে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা যাবে। ঐ সকল ভবন Dispose করার পর খালি ভূমিতে বিধি মোতাবেক বনায়ন/অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে।

**পঞ্চম পরিচ্ছেদ**

**প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণের রূপরেখা :**

প্রকল্পের আওতায় বাঁধ, খাল, স্ট্রাকচার, রেগুলেটর, অবকাঠামো ইত্যাদি নির্মাণ কাজে প্রয়োজনীয় ভূমি এবং ঐগুলিকে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কারিগরি দিক বিবেচনা করে সংরক্ষণের জন্য ন্যূনতম ভূমির পরিমাণই প্রকল্পের প্রয়োজনীয় ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। বাঁধ, খাল ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য যাতে সঠিক ও ন্যূনতম ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় তা নিশ্চিত করতে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

**৫.১। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ :**

**৫.১.১ এলাইনমেন্ট নির্ধারণ :**

- (ক) সাধারণভাবে নদীর তীর বরাবর উঁচুস্থানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হলে ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পাবে। L.A. Plan তৈরির পূর্বে সংশ্লিষ্ট ডিজাইন দপ্তর কর্তৃক নদীর প্রবাহ, মাটির বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ, নদীর পাড় ভাঙন ও প্রশস্ততা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সেটব্যাক দূরত্বে এলাইনমেন্ট নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- (খ) ন্যূনতম সেটব্যাক (Set Back) দূরত্ব ঠিক রেখে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ যতদূর সম্ভব নদীর তীরে অবস্থিত পুরাতন রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি অনুসরণ করে তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। এতে জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ উলেখযোগ্য হারে কমবে এবং মাটি সংগ্রহের পরিমাণও কম হবে।
- (গ) বাঁধের টো-লাইন হতে অন্ততঃ ১৫ মিঃ এর মধ্যে কোন পুকুর, কূপ খনন, গর্ত, ইত্যাদি কারিগরি দিক বিবেচনায় ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় বর্ণিত কর্মকাণ্ড হতে সংশ্লিষ্টদের বিরত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

**৫.১.২ ভূমির পরিমাণ নির্ধারণ :**

বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের উচ্চতা ভেদে Country side এবং River Side এর Acquisition Line নিম্নরূপ নির্ধারিত হবে :

**(ক) অভ্যন্তরীণ বাঁধ নির্মাণ;**

	<u>Toe হতে C/S Line</u>	<u>Toe হতে R/S Line</u>
(১) উচ্চতা ৩মিঃ ও তদুর্ধ্ব	১.০ মিঃ	৫.০ মিঃ
(২) উচ্চতা অনধিক ৩.০ মিঃ	১.০ মিঃ	৩.০ মিঃ

**(খ) উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ :**

	<u>Toe হতে C/S Line</u>	<u>Toe হতে R/S Line</u>
(১) Sea Dyke		
উচ্চতা ৩মিঃ ও তদুর্ধ্ব	১.৫০ মিঃ	১০ মিঃ
উচ্চতা অনধিক ৩ মিঃ	১.০০মিঃ	৫মিঃ.
(২) Interior Dyke		
উচ্চতা ৩মিঃ ও তদুর্ধ্ব	১.৫০মিঃ	৫মিঃ
উচ্চতা অনধিক ৩ মিঃ	১.০০মিঃ	৩মিঃ
(৩) Marginal Dyke		
উচ্চতা ৩মিঃ ও তদুর্ধ্ব	১.০০মিঃ	৫মিঃ
উচ্চতা অনধিক ৩ মিঃ	১.০০মিঃ	৩মিঃ



(গ) বাঁধের জন্য যতদূর সম্ভব রয়েলেটির মাধ্যমে নদীর দিক হতে মাটি সংগ্রহ করা যেতে পারে। রয়েলেটির মাধ্যমে মাটি সংগ্রহ সম্ভব না হলে বরোপিটের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বরোপিটের সীমা নদীর দিকে টো হতে Sea Dyke এর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০মিটার এবং Interior Dyke ও Marginal Dyke এর ক্ষেত্রে ৫ মিটারের অধিক দূরত্বে অবস্থান করা দরকার। বরোপিটের ঢাল ১ঃ১ এবং সর্বোচ্চ গভীরতা ৩ মিটারের অধিক না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশকূল হতে মাটি সংগ্রহের প্রয়োজন হলে বাঁধের দেশকূল টো হতে ১০ মিটার দূরত্ব রেখে ০.৫০ মিঃ গভীরতায় রয়েলেটির মাধ্যমে মাটি সংগ্রহ করা যাবে।

## ৫.২ সেচ খাল খনন/পুনঃখনন :

### ৫.২.১ এলাইনমেন্ট নির্ধারণ :

- (ক) সাধারণভাবে খালের এলাইনমেন্ট পারিপার্শ্বিক এলাকার সর্বনিম্ন স্থান অনুসরণ করে নির্ধারণ করা হলে ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পাবে। L.A. Plan তৈরির পূর্বে সংশ্লিষ্ট ডিজাইন দপ্তর কর্তৃক খালের প্রবাহ, মাটির বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে নকশা অনুযায়ী প্রশস্ততা নির্ধারণ করতঃ তার সঙ্গে বার্মা যুক্ত করে acquisition width নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- (খ) সেচ খালের টো লাইন হতে অন্ততঃ ১৫ মিঃ এর মধ্যে ঘর/বাড়ী নির্মাণ, পুকুর, কূপ খনন, গর্ত, ইত্যাদি কারিগরি দিক বিবেচনায় ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় বর্ণিত কর্মকাণ্ড হতে সংশ্লিষ্টদের বিরত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- (গ) ক্ষেত্র বিশেষে Natural drainage channel কে সেচ খালে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা গৃহীত হলে কোন ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। তবে, উভয় পাড়ের Dyke নির্মাণের প্রয়োজন হলে উভয় পাড়ে জমি অধিগ্রহণ করা যাবে। এক্ষেত্রে রয়েলেটির মাধ্যমে মাটি সংগ্রহ করা যাবে।
- (ঘ) প্রধান, সেকেন্ডারি ও টারসিয়ারি খালের বাইরে স্থানীয়ভাবে সেচ ও নিষ্কাশনের লক্ষ্যে মাঠ-নালা খননের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে উপকৃত কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় ভূমি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

### ৫.২.২ ভূমির পরিমাণ নির্ধারণ :

সেচ খাল খননের জন্য সেচ খালের দুই ধারে খাল ভিত্তিক নিম্নরূপ বার্মা রাখা যেতে পারেঃ

- |  |                          |          |
|--|--------------------------|----------|
| (১) প্রধান সেচ খাল (গভীরতা : ৩মিঃ/উর্ধ্ব)            | Toe হতে Acquisition Line | ২.৫০ মিঃ |
| (২) সেকেন্ডারি সেচ খাল (গভীরতা : ১মিঃ হতে ৩ মিঃ)     | Toe হতে Acquisition Line | ১.০০ মিঃ |
| (৩) টারসিয়ারি ও মাইনর সেচ খাল (গভীরতা ১মিঃ এর নীচে) | Toe হতে Acquisition Line | ০.৫০ মিঃ |

\* জমির পরিমাণ নির্ধারণে ৫.২.১ (ক) অনুসরণ করতে হবে।

## ৫.৩ নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখননঃ

### ৫.৩.১ প্রস্তাব প্রস্তুত :

নিষ্কাশনের জন্য প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান খাল/নদী নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত হবে। তবে নতুন খাল খননের ক্ষেত্রে নকশা অনুযায়ী প্রশস্ততা নির্ধারণপূর্বক তার সঙ্গে বার্মা যুক্ত করে acquisition width নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

### ৫.৩.২. খনন/পুনঃখননকৃত মাটি অপসারণ :

প্রায় ক্ষেত্রেই খননকৃত মাটি যথেষ্ট দূরত্বে পরিবহণ এবং অপসারণের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে :

- (ক) খননকৃত মাটি দ্বারা নিকটস্থ ডোবা, নালা কিংবা গর্ত ভরাট করা যাবে ;
- (খ) খননকৃত মাটি দ্বারা নিষ্কাশন খালের অদূরবর্তী গ্রাম্য সড়ক কিংবা রাস্তাঘাট প্রশস্তকরণ, উচ্চতা বৃদ্ধিকরণ কিংবা মেরামত করা যাবে ;
- (গ) নিকটবর্তী Public Institution যেমনঃ স্কুল, মাদ্রাসা, খেলার মাঠ, ঈদগাহ, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান ইত্যাদি উন্নয়নের কাজে খননকৃত মাটি ব্যবহার করা যাবে;
- (ঘ) বিশেষ প্রতিকূল অবস্থায় খননকৃত মাটি অপসারণে সমস্যা দেখা দিলে মাটি স্তূপীকরণের জন্য খালের যে কোন পাড়ে ভূমি হুকুমদখল করা যেতে পারে। মাটির স্তূপের অবস্থান খালের পাড় হতে খালের গভীরতার দেড় গুণের অধিক দূরত্বে হতে হবে;
- (ঙ) খাল সংলগ্ন জমিতে জমির মালিকের সম্মতি সাপেক্ষে অনধিক ০.৩০মিঃ উচ্চতায় খননকৃত মাটি বিছিয়ে দেয়া যাবে ;
- (চ) খননকৃত মাটি নিকটবর্তী Public Institution অথবা খাল সংলগ্ন জমিতে বিছাতে হলে এর জন্য কাজের প্রাক্কলনে রয়েলেটি/ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা যাবে ;
- (ছ) খননকৃত মাটি যা বিক্রয়যোগ্য হিসেবে বিবেচিত তা যথানিয়মে বিক্রয় বা disposal করা যাবে।

#### ৫.৩.৩. জমির পরিমাণ নির্ধারণ :

জমির পরিমাণ নির্ধারণে ৫.২.১ (ক) এবং ৫.২.২ অনুসরণ করতে হবে।

#### ৫.৪ অবকাঠামো/স্থাপনা নির্মাণ :

##### ৫.৪.১ প্রস্তাব প্রস্তুত :

- (ক) বড়, মধ্যম ও ছোট আকারের বিভিন্ন শ্রেণির অবকাঠামো নির্মাণের নিমিত্ত যে পরিমাণ জমির প্রয়োজন, শুধুমাত্র তা অধিগ্রহণ করা যাবে ;
- (খ) আনুষঙ্গিক প্রয়োজন- যেমন : Store Yard, Godown, Labour Shed ইত্যাদি কাজের জন্য কোন জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না;
- (গ) নির্মাণ সামগ্রী রাখার জন্য ষ্টোর ইয়ার্ড, গুদাম ঘর, ওয়ার্ক সেড ইত্যাদি অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ কল্পে পৃথক জমি অধিগ্রহণ/হুকুমদখল না করে ঠিকাদার কর্তৃক সাইট প্লান অনুযায়ী জমি ভাড়া বা ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবকাঠামোর কাছাকাছি অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যেই অপারেশন সেড নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (ঘ) নির্মাণ সামগ্রী রাখার জন্য নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে নিজ খরচে সাময়িক লিজ বা ভাড়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করতে হবে;
- (ঙ) ব্রিজ, কালভার্ট, সাইফুন ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য না হলে কোন ভূমি অধিগ্রহণ করা যাবে না;
- (চ) সকল ধরনের অবকাঠামোর জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির সম্ভাব্য দূরত্বে আর,সি,সি পিলার দ্বারা সীমানা চিহ্নিত করতে হবে;
- (ছ) বৃহদাকার অবকাঠামো- যেমন : পাম্পিং স্টেশন, নেভিগেশন লক, ড্যাম ইত্যাদি নির্মাণ ক্ষেত্রে নকশা অনুযায়ী ন্যূনতম ভূমি অধিগ্রহণ করা যাবে।

##### ৫.৪.২ জমির পরিমাণ নির্ধারণ :

সাধারণভাবে বড়, মধ্যম ও ছোট অবকাঠামোর জন্য ডিজাইন পরিদপ্তর হতে দেয়া সাইট প্লান অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে।

#### ৫.৫ দপ্তর/আবাসিক ভবন নির্মাণ :

##### ৫.৫.১ প্রস্তাব প্রস্তুত :

- (ক) একক ভবনের পরিবর্তে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় যাতে ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পায়।
- (খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে নির্মিত অফিস এবং বাসস্থানসমূহ যা পরবর্তীতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কালে অপ্রয়োজনীয় অথবা অব্যবহৃত হিসেবে গণ্য হয়েছে, সে সব পরিত্যক্ত জমিসহ নির্মিত অবকাঠামো সরকারের অনুমোদনক্রমে বিধি মোতাবেক হস্তান্তর অথবা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাবে।

৫.৫.২. জমির পরিমাণ :

- (ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দপ্তর/আবাসিক ভবন বা কলোনি নির্মাণের জন্য ন্যূনতম জমি অধিগ্রহণ করা যাবে। এক্ষেত্রে নকশা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করতে হবে।
- (খ) আবাসিক ভবন/রেস্ট হাউজ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড অনুসরণ করে ফিজিক্যাল প্লান অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ**  
**সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং**

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্পত্তি যথাযথ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত এবং নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য সার্কেল, জোন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটি তথ্যাদি সংরক্ষণ, আপডেটকরণসহ সুষ্ঠু ব্যবহারের পরামর্শ, মতামত ও সুপারিশ প্রণয়ন করবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বোর্ডের পক্ষে ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করবে।

**বিশেষ সতর্কতা :**

- (১) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের ক্ষতিসাধিত হয় এরূপ কোন জমি, অবকাঠামো বা স্থাপনা অন্যত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে না।
- (২) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্পত্তি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকা অনুসৃত হবে।
- (৩) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূ-সম্পত্তি/অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারি ও সামাজিক সংগঠন অগ্রাধিকার পাবে।
- (৪) সমঝোতা স্মারক/চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের বা অনুমতির পত্র জারির তারিখ হতে ব্যবহারের সময় গণনা করা হবে।
- (৫) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্পত্তি যে কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হবে, এছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না বা সম্পত্তির শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবে না।

**সপ্তম পরিচ্ছেদ**

**অর্থ জমা ও ব্যবহার পদ্ধতি :**

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা/ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অর্থ জমা ও ব্যবহার পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

- (ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্পত্তি বহুমুখী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার মূল্য/সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বোর্ডের রাজস্ব খাতে যথাসময়ে জমা দিতে হবে। বোর্ডের আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয়ভাবে হিসাব রক্ষণ পরিদপ্তর যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করবে।
- (খ) ব্যবহার মূল্য বাবদ প্রাপ্ত সরকারি রাজস্ব (ভ্যাট ও আয়কর) যথাসময়ে সরকারের নির্দিষ্ট খাতে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
- (গ) ব্যবহার মূল্য বাবদ প্রাপ্ত অর্থের ২০% মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ; যেমন- মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ, ডিমারকেশন পিলার স্থাপন, সেটেলমেন্ট জরিপের ৩০ ও ৩১ ধারা মোতাবেক সেটেলমেন্ট ব্যয় নির্বাহ, খতিয়ান ও পর্চা সংগ্রহ, নামজারি ও নাম খারিজ ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যাবে।
- (ঘ) ব্যবহার মূল্য বাবদ প্রাপ্ত আয়ের হিসাব প্রতি বিভাগে/দপ্তরে সংরক্ষিত থাকবে, যা বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত কমিটি ও বোর্ডকে যথাসময়ে অবহিত করতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ভূমি মন্ত্রণালয়  
আইন অধিশাখা-৩  
[www.minland.gov.bd](http://www.minland.gov.bd)

স্মারক নং ৩১.০০.০০০০.০৪৪.২২.০০১.১৫ (অংশ-১) - ৭২

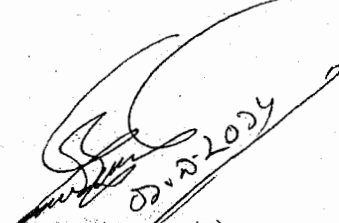
তারিখঃ- ০১/০৯/২০১৬খ্রিঃ

বিষয়ঃ- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬ এর উপর মতামত প্রদান  
সংক্রান্ত।

সূত্রঃ ৪২.০০.০০০০.০৩৬.২২.০০৫.২০১৬-২৫৩, তারিখ ০৫/০৬/২০১৬

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে বাংলাদেশ পানি  
উন্নয়ন বোর্ড স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬ এর খসড়াটির উপর এ মন্ত্রণালয়ের ভিন্ন কোন  
মতামত বা সুপারিশ নেই।

সচিব,  
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
(দৃঃআঃ সহকারী সচিব উন্নয়ন- ৩ শাখা)

  
(মোঃ আবু আব্দুল্লাহ)  
উপসচিব  
ফোনঃ-৯৫৪০১৭৭

৩১.০০.০০০০.০৪৪.২২.০০১.১৫  
৩১.০০.০০০০.০৪৪.২২.০০১.১৫  
৩১.০০.০০০০.০৪৪.২২.০০১.১৫